তারকাবিহীন জাতীয় লীগের নতুন তারকা

জাতীয় লীগ হচ্ছে জাতীয় দলে ঢোকার প্রবেশদ্বার। এবারের লীগের অনেক নতুন তারকা চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছেন জাতীয় দলের খেলোয়াড়দের। এই চ্যালেঞ্জে পুরনোদের হটিয়ে জায়গা করে নিতে পারেন তরুণরা। জাতীয় দলে জায়গা পেতে লীগে ১২০ জনের লড়াইয়ে যেসব নতনু মুখ এগিয়ে রয়েছেন তাদের নিয়ে

লিখেছেন **মারুফ রনি**

নাদিফ চৌধুরী

গোলাম রহমান

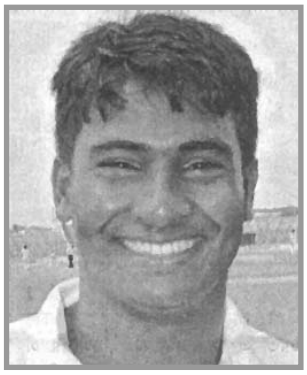

IqvmKi"‡b cjvk

gvbi"¾vgvb

আগের দু'টি আসরের মতো এবারও ৬ষ্ঠ জাতীয় ক্রিকেট লীগ আলোচনার বাইরে থেকেছে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে জাতীয় দলের ব্যস্ততার কারণে দেশের একমাত্র প্রথম শ্রেণীর আসরটি জমজমাট হচ্ছে না। এবারের লীগটি চলাকালীন বাংলাদেশের 'এ' দল ছিল জিম্বাবুয়েতে এবং আরেক দল ভারতের দুলিপ ট্রফিতে অংশ নেয়। এছাড়া জাতীয় দলের অনেকেই ইনজুরির কারণে লীগে অনিয়মিত ছিলেন। এ সব কারণে জাতীয় লীগটি হয়ে যায় তারকাবিহীন। যে কারণে দর্শকদের দৃষ্টি ছিল স্যাটেলাইটে।

জাতীয় দলের রিপ্লেসমেন্ট তৈরি করার জন্য লীগের গুরুত্ব অপরিসীম। এ কারণে ম্যাড়মেড়ে এ আসরটিকে জমজমাট করার লক্ষ্যে এবারই প্রথম লীগটি অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) তত্ত্বাবধানে। ছয়টি বিভাগের দল নির্বাচনেও ভূমিকা রেখেছেন জাতীয় দলের নির্বাচকরা। যেসব বিভাগে খেলোয়াড় সংখ্যা বেশি আছে তাদের ছেড়ে দেয়া হয়েছে তুলনামূলক দুর্বল বিভাগের কাছে। লীগকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ করার জন্য এ কৌশলটি সফলই বলা যায়।

আসরটি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হলেও দর্শকদের আশাহত করেছেন তারকা খেলোয়াড়রা। এবারের লীগে খালেদ মাহমুদ, মাশরাফি এবং পাইলট ছাড়া পারফরমেন্সের দিক দিয়ে আর কারও নাম শোনা যায়নি। এ ঘাটতি পূরণ করেছেন কিছু তরুণ প্রতিভাবানর, যারা জাতীয় দলে খেলার যোগ্যতা প্রমাণের লক্ষ্যে নিজেদের উজাড় করে দিয়েছেন। তারা সামর্থ্যের সবটুকু ঢেলে দেয়ার চেষ্টা করেছেন।

এদের মধ্যে বরিশালের শাহীন হোসেনের নাম সবার আগেই চলে আসবে। লীগে বরিশালের অবস্থান শেষের দিকে। কিন্তু এর বিন্দুমাত্র প্রভাব পড়েনি উইকেটকিপার ব্যাটসম্যানটির ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে। লীগে তিনি জোড়া শতক এবং জোড়া হাফ সেঞ্চুরি উপহার দিয়েছেন। অনেক দিন যাবৎ খালেদ মাসুদের কোনো রিপ্লেসমেন্ট পাওয়া যাচ্ছে না- আক্ষেপটা আমাদের সবার। এবারের জাতীয় লীগে শাহীন হোসেনের নজরকাড়া নৈপুণ্যের কারণে আক্ষেপের সুরে কিছুটা হলেও আশার বাণী শোনা যাচ্ছে। পাইলটের যোগ্য উত্তরসূরি হতে হলে উইকেটকিপিং তো অবশ্যই, সেই সঙ্গে ব্যাটিংয়েও হাল ধরার ক্ষমতা থাকতে হবে। আর তাই পাইলট ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই আরেকজন তৈরির জন্য ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের চোখ আনোয়ার, ধীমান ঘোষের পাশাপাশি শাহীন হোসেনের ওপরও থাকবে। কেননা, পঞ্চম রাউন্ড পর্যন্ত শীর্ষ রান সংগ্রাহক এই অলরাউন্ডার উইকেটের পেছনেও ছিলেন সফল।

জাতীয় দলের ওপেনিং সমস্যা নিয়ে অনেক গবেষণা হলেও এবারের লীগে সিলেট দলের ওপেনিং নিয়ে কোনো প্রকার সমস্যা হয়নি। গোলাম রহমান হিমেল ও মনিরুজ্জামান প্রত্যেক ম্যাচেই একটি ভালো সূচনা উপহার দিয়েছেন দলকে। এবারে লীগে গোলাম রহমান ছিলেন সবচাইতে সফল ব্যাটসম্যান। এই বাঁ হাতি ওপেনারটি এ লীগের প্রথম সেঞ্চুরি করে নিজের ফর্মের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। এরপর প্রায় প্রতি ম্যাচেই এই ইঙ্গিতের বাস্তব রূপ দিয়ে গেছেন। অষ্টম রাউন্ড পর্যন্ত তার রান সংখ্যা প্রায় ৮০০। এক লীগে মিনহাজুল আবেদীনের হাজার রানের রেকর্ডের খুব কাছাকাছি অবস্থান করছেন। লীগে একজন বাঁহাতির এরকম ব্যাটিং তান্ডব বাংলাদেশের দর্শকদের কাছে একেবারেই অপরিচিত। এর আগে এ দেশের ক্রিকেটে যেসব বাঁহাতি খেলোয়াড় এসেছেন তাদের সবাই হয় বোলার, নয়তো অলরাউন্ডার। গোলাম নওশের প্রিন্স, আনিসুর রহমান, জাহাঙ্গীর আলম, মোর্শেদ আলী খান, মঞ্জুরুল ইসলাম, বিকাশ, রফিক, মানজারুল, এনামুল জুনিয়র তারা সবাই মূলত বোলার। তাই জাতীয় দলে একজন স্পেশালাইজ বাঁ হাতি ব্যাটসম্যানের হাহাকার ক্রিকেটের শুরু থেকেই চলে

আসছে। এই হাহাকারের মধ্যে কিছুদিন মরীচিকা হয়ে দেখা দিয়েছিলেন ফয়সাল হোসেন। তিনি ব্যর্থ হওয়ায় আরেকজন বাঁহাতিকে ডাকা হয়েছে জাতীয় দলে। তিনি হচ্ছেন শাহরিয়ার নাফিস। শাহরিয়ার নাফিস একজন ওপেনার। জাতীয় দলের পুরনো সমস্যা মেটাতেই তাকে ডাকা হয়েছে। তিনিও যদি ফয়সালের পথ ধরেন তাহলে নির্দ্বিধায় বলা যায় জাতীয় দলে বাঁ হাতি ব্যাটসম্যানের শূন্য জায়গায় এরপরের নামটি হবে গোলাম রহমান।

৬ষ্ঠ জাতীয় লীগের পিচগুলো কিছুটা বোলিং সহায়ক করার চেষ্টা করা হলেও দুর্ধর্ষ বোলিং তেমন একটা চোখে পড়েনি। তবে বরিশালের বাঁ হাতি স্পিনার নাদিফ চৌধুরী পুরো লীগেই ভালো বল করেছেন। গত বছর অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপের আগে তাকে বলা হয়েছিল পরবর্তী প্রজন্মের অন্যতম বাঁ হাতি স্পিনার। কিন্তু এই দু'বছরে সম্ভাবনার খুব সামান্যই বিকশিত হয়েছে। নাদিফ বোলিংয়ের পাশাপাশি ব্যাটিং ভালো করারও আভাস দিয়েছেন। মাঞ্জারুল, এনামুল, রফিকদের কাতারে দাঁড়ানোর জন্য যেটা খুবই জরুরি। এ আসরে নয় নম্বরে নেমে হাফ সেঞ্চুরি করে সেই সম্ভাবনাই উঁকি দিচ্ছে তার মনে। বাংলাদেশের গতিশীল বোলার

পাইলটের যোগ্য উত্তরসূরি হতে হলে উইকেটকিপিং তো অবশ্যই, সেই সঙ্গে ব্যাটিংয়েও হাল ধরার ক্ষমতা থাকতে হবে। আর তাই পাইলট ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই আরেকজন তৈরির জন্য ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের চোখ আনোয়ার, ধীমান ঘোষের পাশাপাশি শাহীন হোসেনের ওপরও থাকবে

হিসেবে পরিচিত মুখ মাশরাফি, তালহা জুবায়ের, সাদাত হোসেন রাজীবরা। এছাড়া গ্রামীণফোন পেসার হান্টের কল্যাণে আরও কিছু নতুন মুখকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়েছে ক্রিকেটমোদীদের কাছে। সেখান থেকেই প্রথম মিডিয়ায় উঠে আসেন চট্টগ্রামের ওয়াসকুরুনি পলাশ। এরপর জাতীয় লীগের একমাত্র হ্যাটট্রিকসহ আট উইকেট পাওয়ার পর মিডিয়ার স্পট লাইটটা নিজের ওপর ভালোভাবেই টেনে এনেছেন। পেসার হান্ট প্রতিযোগিতায় গতির লড়াইয়ে দ্বিতীয় হলেও জাতীয় লীগের পেসারদের মধ্যে তারটাই সেরা পারফরমেন্স।

জাতীয় লীগে দেশের প্রথম সারির ক্রিকেটারদের কাছ থেকে ভালো কিছু পাওয়া যায়নি। বরং লীগের সেরা পারফর্মগুলো এসেছে নতুনদের কাছ থেকে। লীগের একমাত্র ডাবল সেঞ্চুরিটিও এসেছে নাজিমউদ্দিনের ব্যাট থেকে। কিন্তু এটি আশরাফুল, বাশার, কাপালী কিংবা পাইলটদের ব্যাট থেকেই আসার কথা ছিল। আবার অনেক উঠতি তারকা দু-এক ম্যাচে আশার ঝলক দেখিয়েই স্তিমিত হয়ে গেছেন। এ তালিকায় আছেন রাজশাহীর ফরহাদ রেজা। প্রথম ম্যাচে ৯৯ রানের একটি দৃষ্টিনন্দন ইনিংস খেলার পর তাকে সেই রূপে আর দেখা যায়নি। ঢাকার অলরাউন্ডার মেহরাব হোসেন জুনিয়র সম্ভাবনা তৈরি করলেও শেষ পর্যন্ত সেই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারেননি। তবে এঁদের মধ্যে সম্ভাবনা আছে বলেই বাংলাদেশের ক্রিকেট এগিয়ে যাচ্ছে নতুন দিনের আশায়।